রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৪ সনের ৩৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১৪, ২০১৪

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৬৯—৪৭৫
২য় খণ্ড —প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৩১—১০৫৩
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৭৫—১৫৪৪

	পৃষ্ঠা নং
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খন্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) . . . . তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ বৈশাখ ১৪২১/১২ মে ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০৯৩.১০-৫৪৬—যেহেতু, সাময়িক বরখাস্তকৃত উপসচিব জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার (৫৪৩৭), ভোলা জেলার তজুমদ্দিন উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন আবাসন প্রকল্পে মাটির কাজ বাস্তবায়নে অনিয়মের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে তজুমদ্দিন থানায় রুজুকৃত ১১(এগার) টি মামলার তদন্ত শেষে বিজ্ঞ আদালতে চার্জশীট দাখিল করা হয়;

যেহেতু, মামলাগুলো বিজ্ঞ বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালত, বরিশালে বিচারাধীন থাকায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৪-০৩-২০১৩ তারিখের নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০৯৩.১০-৩১১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, বর্ণিত ঘটনায় দায়েরকৃত ১১(এগার) টি মামলায় বিজ্ঞ বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালত, বরিশাল জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার (৫৪৩৭) কে আনীত অভিযোগের দায় হতে খালাস প্রদান করেন;

যেহেতু, একই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;

সেহেতু, জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার (৫৪৩৭) এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে তাঁকে পূর্বপদে বহাল করা হলো। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে এবং তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত সময়ের পূর্ণ বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১০ বৈশাখ ১৪২১/২৩ এপ্রিল ২০১৪

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৬.২০১২-১৪৯—যেহেতু, জনাব রেজাউল কাদের (১৯৩৬), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম-সচিব, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ১৭-০২-২০০৩ হতে ২৯-১২-২০০৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকায় উপ-নিয়ন্ত্রক হিসেবে কর্মরত থাকাকালে মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরাধীন অফিস ও প্রেসের জন্য ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৮৩টি শূন্য পদের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে ৩২৯ জনকে নিয়োগ প্রদান, তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৫০টি শূন্য পদের ছাড়পত্র গ্রহণ করে ছাড়পত্রের অতিরিক্ত ১৭৯ জনকে নিয়োগ প্রদান, বিজ্ঞপ্তি বহির্ভূত জেলায় নিয়োগ প্রদান, জেলা কোটা অনুযায়ী সঠিকভাবে পদ বন্টন না করে নিয়োগ প্রদান, বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্য কোটার অতিরিক্ত নিয়োগ প্রদান এবং নীতিমালা বহির্ভূতভাবে গঠিত নিয়োগ কমিটির সদস্য হিসেবে অন্যান্য কর্মকর্তার সহযোগিতায় বিধি বহির্ভূতভাবে ৩২৯ জনকে নিয়োগ প্রদান করেন;

যেহেতু, উল্লিখিত কর্মচারী নিয়োগে অনিয়মের বিষয়টি বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক সম্পাদিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের (সরকারি ও আধা-সরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সম্পর্কিত) ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট (১ম খন্ড, ২য় খন্ড ও ৩য় খন্ড) অনুচ্ছেদ-১ এবং পরিশিষ্ট ক-১, ক-২, ও ক-৩ তে বিস্তারিত উল্লেখসহ তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত থাকায় নবম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক তদন্তে উক্ত অনিয়মে অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততার বিষয়টি প্রতীয়মান হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে মহামান্য রাষ্ট্রতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে এ বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি গত ২৭-০৩-২০১৩ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করলে তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে ঘটনার সত্যতা নিরূপনের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য বেগম সুরাইয়া বেগম, এনডিসি, সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ১২-০২-২০১৪ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে জনাব রেজাউল কাদের (১৯৩৬) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর আনীত ১২টি অভিযোগের মধ্যে কোন অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত, বিভাগীয় মামলার নথি এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও " দুর্নীতি" এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব রেজাউল কাদের (১৯৩৬), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম-সচিব, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর আনীত অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৫) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১১ বৈশাখ ১৪২১/২৪ এপ্রিল ২০১৪

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৫.২০১৩-১৫১— যেহেতু, জনাব মোঃ এনামুল হক (১৫৪৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ০৪-০৩-২০১২ হতে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ), রাজশাহী এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কর্মরত থাকাকালে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮-০৯-১৯৯২ তারিখের সম (বেঃ নিঃ)/নিয়োগ-নীতি ১/৯২-৫০০(৫০০) সংখ্যক রিজলিউশনের শর্ত ভঙ্গ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সম্মতি না নিয়ে এখতিয়ার এবং বিধি বহির্ভূতভাবে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, বগুড়া জোন এবং অনুকূলে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২৬-৭-২০১২ তারিখের ৫৯৮ সংখ্যক স্মারক মারফত Enhancing Quality Seed Supply Project-এ Procurement Specialist পদে ০১ আগস্ট, ২০১২ তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত লিয়েন মঞ্জুর করেন। তাছাড়া, তিনি বিএমডিএ'র প্রকল্পাধীন এলাকায় খননের জন্য তৃতীয় পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত RDPP-তে নাটোর জেলার জন্য নির্ধারিত ২৫০টি গভীর নলকূপ এর অতিরিক্ত ২৪টি নলকূপ বিএমডিএ-এর বোর্ড সভায় অনুমোদন না নিয়ে অথবা RDPP-তে কোনরূপ সংশোধন ব্যতিরেকে প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে কর্তৃত্ববিহীনভাবে একক সিদ্ধান্তে কোনরূপ দরপত্র আহ্বান না করে অথবা দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে রংপুর জেলার জন্য মনোনীত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স হোসেন বোরিং এন্ড কনস্ট্রাকশন এবং দিনাজপুর জেলার জন্য মনোনীত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স আসগর হোসেন-এর মাধ্যমে ২৪টি নলকূপ এর খনন কাজ সম্পন্ন করে অর্থ পরিশোধ করে সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিসাধন করেছেন। অধিকন্তু তিনি বিএমডিএ-এর বিভিন্ন প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্পে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে ও সাকুল্য বেতনে নিয়োজিত প্রকল্পভুক্ত ৩৩১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এখতিয়ার এবং বিধি বহির্ভূতভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে রাজস্বখাতে আত্মীকরণসহ চাকুরি নিয়মিত করেছেন বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে এ বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি গত ০৪-০৩-২০১৩ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে ঘটনার সত্যতা নিরূপণের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য (ক) জনাব শফিক আলম মেহেদী (১৬৯৪), রেক্টর (সচিব), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, আহবায়ক, (খ) জনাব মোঃ আবদুল

কাশেম (১৫০৫), (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সদস্য এবং (গ) জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ (২১৪৭), অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়কে সদস্য সচিব করে ০৩(তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি/বোর্ড গঠন করা হয়;

যেহেতু, উক্ত ০৩(তিন) সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি/বোর্ড গত ১০-১২-২০১৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে প্রতিবেদনে জনাব মোঃ এনামুল হক (১৫৪৯) এর বিরুদ্ধে আনীত ০৩টি অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি অভিযোগের বিষয়ে পৃথকভাবে মতামত প্রদান করে ০১নং অভিযোগ অর্থাৎ বিধি বহির্ভূতভাবে জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, বগুড়া জোনকে লিয়েন মঞ্জুর এর অভিযোগটি প্রমাণিত হয়েছে, ০২ টি অভিযোগ অর্থাৎ কর্তৃত্ববিহীনভাবে ২৪টি গভীর নলকূপ স্থাপনের অভিযোগ প্রমাণিত হলেও এক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে কোন আর্থিক অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হয়নি এবং ০৩নং অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি উল্লেখ করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্ত কমিটি/বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত, বিভাগীয় মামলার নথি ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনাব মোঃ এনামুল হক (১৫৪৯)-এর বিরুদ্ধে আনীত এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে লিয়েন মঞ্জুর করা সংক্রান্ত ০১ নং অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং তদন্ত কমিটি/বোর্ড তদন্ত প্রতিবেদনে ০২নং অভিযোগের বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কর্তৃত্ববিহীনভাবে ২৪টি গভীর নলকূপ স্থাপনের অভিযোগ প্রমাণিত হলেও এক্ষেত্রে কোন আর্থিক অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হয়নি মর্মে পরস্পর বিরোধী মতামত প্রদান করায় এবং ০৩ নং অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করায় প্রকৃতপক্ষে উক্ত ০২ ও ০৩ নং অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মূলতঃ "অসদাচরণ" এর আনীত অভিযোগই প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে উল্লিখিত বিধিমালা ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী "তিরস্কার" (Censure) সূচক লঘুদন্ড প্রদানের এবং একই বিধিমালার ৩(ডি) অনুযায়ী "দুর্নীতি" (Corruption) এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় উক্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সেহেতু, জনাব মোঃ এনামুল হক (১৫৪৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে তাঁকে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী "তিরস্কার" (Censure) সূচক লঘুদন্ড আরোপ করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৭ বৈশাখ ১৪২১/৩০ এপ্রিল ২০৪

নং **০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৯.২০১৩-১৬০**—যেহেতু, জনাব সাহাদাত হোসেন চৌধুরী (৪৭৯৯), প্রাক্তন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপ-সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে গত ২৪-১২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের সম/উনি-২(উস)-৩৩৬/২০০৬-১৮১০ নং প্রজ্ঞাপনমূলে প্রবাসী আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাতের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমনের উদ্দেশ্যে ১৮-০১-২০০৯ তারিখ থেকে অথবা ছুটি ভোগের তারিখ থেকে ৪০(চল্লিশ) দিনের অর্জিত ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ), মঞ্জুর করা হলে তিনি উক্ত ছুটি গ্রহণ করে গত ১৮-১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ যুক্তরাষ্ট্র গমন করে মঞ্জুরকৃত ৪০(চল্লিশ) দিনের অর্জিত ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ) ভোগ শেষে কর্মস্থলে যথাসময়ে যোগদান না করে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে গত ২৭-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ থেকে ০৩(তিন) বছরের অধিককাল কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনসংগত আদেশ অমান্য করে অননুমোদিতভাবে ০৩(তিন) বছরের অধিককাল বিদেশে (যুক্তরাষ্ট্রে) অবস্থান করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) অনুযায়ী "ডিজারশন" (Desertion) এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় জারি করা হলেও তিনি এ বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল না করায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে ঘটনার সত্যতা নিরূপণের জন্য জনাব সাহাদাত হোসেন চৌধুরী (৪৭৯৯)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব আবদুল মান্নান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ০৭-১০-২০১৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সাহাদাত হোসেন চৌধুরী (৪৭৯৯)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) অনুযায়ী "ডিজারশন" (Desertion) এর আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্তে জনাব সহাদাত হোসেন চৌধুরী (৪৭৯৯) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) অনুযায়ী "ডিজারশন" (Descrtion) এর আনীত অভিযোগ তদন্তে সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে একই বিধিমালা ৪(৩)(ডি) বিধিমতে গুরুদন্ড হিসেবে "চাকুরী হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উল্লিখিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ০৪-১১-২০১৩ তারিখে জনাব সাহাদাত হোসেন চৌধুরী (৪৭৯৯)- কে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের পর ০২(দুই) মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব প্রদান না করায় ইতঃপূর্বে তাঁকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত"(Dismissal from service) করার গুরুদন্ড প্রদানের যে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তা বহাল রাখা হয় এবং তাঁকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত"(Dismissal from service) করার প্রস্তাবিত গুরুদন্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন জনাব সাহাদাত হোসেন চৌধুরী (৪৭৯৯) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী "চাকুরি হতে বরখাস্ত"(Dismissal from service) করার গুরুদন্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে; এবং

যেহেতু, জনাব সাহাদাত হোসেন চৌধুরী (৪৭৯৯) গত ২৭-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ থেকে ০৫(পাঁচ) বছরের অধিককাল কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে নিরুদ্দেশ রয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) অনুযায়ী "ডিজারশন" (Desertion) এর অভিযোগ তদন্তে সন্তেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম

কমিশনের মতামতের আলোকে উক্ত অভিযোগের দায়ে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধিমতে গুরুদন্ড হিসেবে তাঁকে গত ২৭-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ থেকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করার গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব সাহাদাত হোসেন চৌধুরী (৪৭৯৯), প্রাক্তন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপ-সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) মোতাবেক "ডিজারশন" (Descrtion) এর অভিযোগে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধিমতে তাঁকে গত ২৭-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ থেকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করার গুরুদণ্ড প্রদান করা হল।

এ আদেশ অভিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ০১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১/১৫ মে ২০১৪

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০১.২০১৪-১৭৬—যেহেতু, জনাব মোঃ সারওয়ার জাহান (৫৬৯১) গত ১৭-০৬-২০০৮ হতে ০৬-০৫-২০০৯ পর্যন্ত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এক মাসের মধ্যে পরিশোধের শর্তে জনাব মোঃ নুরুজ্জামান সরকার, উচ্চমান সহকারী, ট্রেজারী ও স্ট্যাম্প শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম এর নিকট হতে অফিসের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) ঢাকা ধার গ্রহণ করেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দাখিলের পর তিনি উক্ত ধার নেয়া টাকা পরিশোধ করেন এবং প্রাথমিক তদন্তেও এ বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৩-০৪-২০১৪ তারিখে ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০১.২০১৪.১২১ নং স্মারকমূলে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি গত ১৩-০৪-২০১৪ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করলে গত ১৪-০৫-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত শুনানিতে সরকার পক্ষে মনোনীত কর্মকর্তা এস এম আবু হোরায়রা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম উপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে তাঁর অসুস্থ পিতার চিকিৎসা খরচ মিটানোর জন্য জনাব মোঃ নুরুজ্জামান সরকার, উচ্চমান সহকারী, ট্রেজারি ও স্ট্যাম্প শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম এর নিকট থেকে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ধার গ্রহণ করে পরে তা পরিশোধ করেছেন স্বীকার করে উক্ত কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলীয় জনাব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সারওয়ার জাহান (৪৬৯১), তাঁর এখতিয়াধীন এলাকার বা অফিস সংক্রান্ত কার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট উচ্চমান সহকারী জনাব মোঃ নুরুজ্জামান সরকার এর নিকট থেকে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ধার গ্রহণ করে গৃহীত অভিযোগ দায়েরের পর পরিশোধ করে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১০ বিধি লংঘন করেছেন; যা "অসদাচরণ" (Misconduct) এর সামিল; এবং

যেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী তাঁকে ০১(এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী "০১(এক) বছরের জন্য স্থগিত" (withholding of one increment for one year) করার লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ সারওয়ার জাহান (৫৬৯১), প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম, বর্তমানে উপসচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী "০১ (এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিত" (withholding of one increment for one year) করার লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। তিনি দণ্ডের মেয়াদ অন্তে বেতন স্কেলের বর্তমান ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং তাঁর দন্ড বলবৎ থাকাকালীন সময় বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনাযোগ্য হবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা ২(৪) অধিশাখ

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৪ বৈশাখ ১৪২১/১৭ এপ্রিল ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০২.১৩-১৪৭—বেগম নিলুফা আক্তার খানম (৬১১১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অস্ট্রেলিয়াস্থ ক্যানবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি কোর্স সম্পন্ন করার জন্য গত ১৩-০১-২০০৭ হতে ৩১-১২-২০১০ তারিখ পর্যন্ত প্রেষণ এবং গত ০১-০১-২০১১ হতে ২৯-০২-২০১২ তারিখ পর্যন্ত শিক্ষাছুটি (অর্ধগড়বেতনে) মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে ২৩-০২-২০১২ তারিখে তার দাখিলকৃত শিক্ষাছুটি বৃদ্ধির আবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় তাঁকে অবিলম্বে দেশে প্রত্যাবর্তন করে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য গত ১১-০৩-২০১২ তারিখ নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তিনি সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালন না করে অস্ট্রেলিয়াস্থ ক্যানবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে চাকরি করার নিমিত্ত ১০(দশ) মাস বহিঃ বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি অথবা অসাধারণ ছুটি মঞ্জুরের জন্য আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত ছুটির আবেদন অনুমোদিত হয়নি এবং ১৮-৪-২০১২ তারিখে তাঁকে অবিলম্বে চাকুরিতে যোগদানের জন্য পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করে। পুনঃ নির্দেশনা প্রদান সত্ত্বেও তিনি যথাসময়ে চাকুরিতে যোগদান না করে এবং সরকারের পুর্বানুমতি কিংবা লিয়েনাদেশ না নিয়ে অস্ট্রেলিয়াস্থ ক্যানবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে চাকুরি করার সুবিধা লাভ করেছেন;

যেহেতু, বেগম নিলুফা আক্তার খানম (৬১১১), বিগত ০১-০৩-২০১২ তারিখ হতে ২২-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ১ বছর ৩ মাস ২১ দিন বিনা অনুমতিতে বিদেশে অবস্থান করেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অমান্য করে সরকারি কাজে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিতির অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" এর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কেন তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না বা অন্য কোন উপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তাও জানানোর জন্য অভিযুক্তের স্থায়ী ঠিকানায় রেজিঃ এডিঃ যোগে ও স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে স্থায়ী ঠিকানায় ১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত বা ডাকযোগে কোনভাবেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ এর জবাব দাখিল না করায় বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতায় বিগত ০৬-০৫-২০১৩ তারিখে বেগম শামিমা ইয়াছমিন (৫২১০), যুগ্ম-সচিব (তদন্ত-১) কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে বেগম নিলুফা আক্তার খানম (৬১১১) অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে গত ২৩-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে চাকুরীতে যোগদানের জন্য সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর যোগদানপত্র দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা বিগত ১৫-৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করার গুরুদন্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে কেন তাঁকে উক্ত গুরুদন্ড প্রদান করা হবে না সে মর্মে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৭(৬) বিধি মোতাবেক ০৭(সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জবাব দেয়ার জন্য তাঁকে বিগত ০৪-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাঁর ঠিকানায় (রেজিঃএডি), স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে অভিযুক্তের ই-মেইল ঠিকানায় ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়;

যেহেতু, বেগম নিলুফা আক্তার খানম (৬১১১), ব্যক্তিগত বা ডাকযোগে কোনভাবেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ এর জবাব দাখিল করেননি তৎপ্রেক্ষিতে তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত এবং উল্লিখিত গুরুদন্ড প্রদানের বিষয়ে The Bangladesh Public Service Commission (Comsultation) Regulation, ১৯৭৯ এর ৬নং Regulation মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন এর মতামত চাওয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে কমিশন চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করার বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, বেগম নিলুফা আক্তার খানম (৬১১১) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) মোতাবেক বিগত ০১-০৩-২০১২ তারিখ হতে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করার গুরুদন্ড আরোপের বিষয়টি মাহামান্য রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেছেন;

যেহেতু, বেগম নিলুফা আক্তার খানম (৬১১১) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় একই বিধিমালায় ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০১-০৩-২০১২ হতে তাঁকে সরকারি চাকুরী থেকে বরখাস্ত (Dismissal from service) করার গুরুদন্ড প্রদান করা হ'ল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১০ বৈশাখ ১৪২১/২৩ এপ্রিল ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০১২.১৩-১৫৪—যেহেতু, জনাব সঞ্জয় চক্রবর্তী (পরিচিতি নং ৬৭৯৭) প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী জেলা বর্তমানে উপ-পরিচালক, বিনিয়োগ বোর্ড, ঢাকা এর বিরুদ্ধে কোর্ট মালখানায় রক্ষিত জব্দকৃত ফেনসিডিলের বোতল ধ্বংসকরণে অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি কর্মচারী (শঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও দুর্নীতিপরায়ণ' এর অভিযোগে বিগত ২০-০২-২০১৪ তারিখে বিভাগীয় মামলা চালু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দাখিলকৃত অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে যে, রাজশাহী জেলা মালখানার দায়িত্বে থাকা সি.এস. আই জনাব পীযুষ কান্তি কর্মকার এর সহায়তায় ফেনসিডিল বাইরে বিক্রি হতে থাকা অবস্থায় সিটি পুলিশের বিশেষ শাখা কর্তৃক জব্দ করা হয়। বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার জন্য রাজশাহী কালেক্টরেটের তৎকালীন সহকারি কমিশনার জনাব মোঃ আতিক এস বি সাত্তার তাঁর তৎকালীন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে বিজ্ঞ এডিএম জনাব সঞ্জয় চক্রবর্তী (পরিচিতি নং ৬৭৯৭) এর নির্দেশে এসব মালামাল ধ্বংস না করেই সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে ধ্বংস করার বিষয়ে মন্তব্য করে পিছনের তারিখে স্বাক্ষর করেছেন। জেলা পুলিশ সুপারের প্রেরিত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসনের কোন কর্মকর্তা উক্ত অনিয়মে জড়িত ছিল কিনা তা নির্ণয়ের জন্য বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহী কর্তৃক জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রাজশাহীকে তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তে তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব সঞ্জয় চক্রবর্তী বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা রয়েছে মর্মে প্রতিবেদন প্রদান করেন;

যেহেতু, জনাব সঞ্জয় চক্রবর্তী গত ০৩-০৩-২০১৪ তারিখে কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করলে গত ০৩-০৪-২০১৪ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী গৃহীত হয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন, নথি ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জব্দকৃত ফেনসিডিলের বোতল কম পাওয়া সংক্রান্ত পুলিশ প্রতিবেদনটি প্রেরণ করা হয় ২৯-০৫-১৪ তারিখে। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সঞ্জয় চক্রবতী প্রায় ১৫ দিন পর ১২-০৬-১৩ তারিখে মতামতের জন্য নথি উপস্থাপন করেন। নবীন শিক্ষানবিস কর্মকর্তা জনাব মোঃ আতিক এস, বি, সাত্তার কে তার চাকুরী মাত্র ০২ মাস সময়ের মধ্যে বিজ্ঞ এডিএম জনাব সঞ্জয় চক্রবতী এ ধরনের দায়িত্ব প্রদান করেন এবং তাকে ডেকে এনে মালখানার জব্দকৃত ফেনসিডিল ধ্বংস করা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে পূর্বের তারিখে স্বাক্ষর করিয়েছেন। নথি উপস্থাপনে অথবা বিলম্ব করাসহ জুনিয়র কর্মকর্তাকে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়।

যেহেতু, সার্বিক দিক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের সত্যতা আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সেহেতু, জনাব সঞ্জয় চক্রবতী (পরিচিতি নং ৬৭৯৭) প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী জেলা বর্তমানে উপ-পরিচালক, বিনিয়োগ বোর্ড, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ' এর দায়ে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(এ) অনুযায়ী 'তিরস্কার'(Censure) দন্ড (Penalty) প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ বৈশাখ ১৪২১/০৬ মে ২০১৪

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৮.২০১২-১৭৯—যেহেতু, জনাব মোহাঃ আকবর আলী (৫৯৬৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), শেরপুর গত ৩১-৮-২০০৮ তারিখ হতে ১৬-১১-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত পীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন পীরগঞ্জ ও রাণীশংকৈল উপজেলাধীন গোগল চৌরাস্তা হতে ফকিরগঞ্জ হাট হয়ে পারঘাটা পর্যন্ত জেলা পরিষদের মালিকানাধীন ২৯(উনত্রিশ) কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার বিভিন্ন প্রজাতির ৪০০ (চারশত)টি গাছের মালিকানার বিষয়টি নিশ্চিত না হয়ে গত ১০-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে নিলাম বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে গত ২৬-১০-২০০৯ তারিখে আনুমানিক ২০(বিশ) লক্ষ টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকৃতির ফলজ ও বনজ গাছ মাত্র ৫৮,৫০০ (আটান্ন হাজার পাঁচশত) টাকায় বিক্রয় করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৭-১-২০১৩ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৭-৪-২০১৩ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে ন্যায়বিচার করার লক্ষ্যে জনাব সোলতান আহমদ (পরিচিতি নম্বর ৪৫০৭), যুগ্ম-সচিব (তদন্ত-২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে বিভাগীয় মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন উল্লেখ করেন যে, রাস্তার মালিকানা জেলা পরিষদের হলেও জেলা পরিষদের কোন রকম অনুমতি না নিয়ে এবং পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অবহিত করার জন্য কোন প্রকার কার্যকর বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, জীবন্ত গাছ কর্তনের বিধি অনুসরণ না করে নিলামের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। জনাব মোহাঃ আকবর আলী (৫৯৬৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), শেরপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা একজন সরকারি দায়িত্বপূর্ণ পদের কর্মকর্তা হয়েও বিধিবিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে চরম অবহেলা করেছেন। সেপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(বি) মোতাবেক তাঁকে "২(দুই) বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত রাখার (Withholding for two years of promotion)" লঘুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনব মোহাঃ আকবর আলী (৫৯৬৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), শেরপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(বি) মোতাবেক তাকে "২(দুই) বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত রাখার (Withholding for two years, of promotion)" লঘুদন্ড প্রদান করা হলো

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

প্রশাসন ১ শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ, ২৯ বৈশাখ ১৪২১/১২ মে ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১১০.০০.০০৩.১২-৪৮৮—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখার ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং ০৫.১২৩.০৩৫.০০.০০.০০৫.২০০৮(অংশ-১)-১৫ এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-১ অধিশাখার স্মারক নং অম/অবি/(ব্যঃ নিঃ-১)/সংস্থা-২/১১/৪৬ সংখ্যাক প্রজ্ঞাপন মোতাবেক এ মন্ত্রণালয়ের হিসাব রক্ষক-এর দায়িত্ব ও কার্যপরিধি অপরিবর্তিত রেখে জনাব মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান এর পদবি ও বেতন স্কেল নিম্নরূপভাবে উন্নীত করার মঞ্জুরী আদেশ জারি করা হলো ঃ

নাম	বর্তমান পদনাম	পরিবর্তিত পদনাম	বর্তমান বেতন স্কেল	পরিবর্তিত বেতন স্কেল	পরিবর্তিত পদমর্যাদা
জনাব মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান	হিসাব রক্ষক	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৬৪০০-১৪২৫৫	৮০০০-১৬৫৪০	দ্বিতীয় শ্রেণি

২। এ আদেশ ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

হাফছা বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ বৈশাখ ১৪২১/১১ মে ২০১৪

নং ০৫.২০০.০০৬.০০.০১.০৯৩.২০০৪-৮১—বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫(১)(ছ) ধারা মোতাবেক প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০২(দুই) বছরের জন্য সরকার নিম্নোক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বোর্ড অব গভর্ণরস এর সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করেছেন ঃ

ক্রঃ নং	সম্মানিত সদস্যের নাম	পদবি ও কর্মস্থল
(১)	অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ	উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সৈয়দা মাছুমা খানম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
কর্মসূচি-২ অধিশাখা

অফিস আদেশ

তারিখ, ১৫ বৈশাখ ১৪২১/২৮ এপ্রিল ২০১৪

নং ৪১.০০.০০০০.০৪১০১.০৬.০০৩-৬৪—বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ফটোকপিয়ার মেশিন (শার্প SF-118, মডেল AF 118 সিরিয়াল নং 25515274) টি অকেজো ঘোষণা করার জন্য নিম্নরূপ কমিটি নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(১) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) উপ-পরিচালক (ফরমস ও প্রকাশনা), বিজি প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা।

(৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এ, বিভাগ-৪, ২য় ১২ তলা ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

(৪) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ), বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(৫) উপসচিব (কর্মসূচি-২ অধিশাখা), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নিরঞ্জন দেবনাথ
উপসচিব (কর্মসূচি-২ অধিশাখা)।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ এপ্রিল ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯.১৩-১০৫—কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট থানার মামলা নম্বর ০৬, তারিখ ৮-১২-২০১৩ খ্রিঃ মূলে বাদী মোঃ বজলুর রহমান, পিতা মৃত মন্তাজ মিয়া, সাং চৌগুরী (পৌরসভা), থানা নাঙ্গলকোট, জেলা কুমিল্লা এর এজাহারের পরিপ্রেক্ষিতে নাঙ্গলকোট থানার পুলিশ কর্তৃক আসামি (১) মোঃ পারভেজ রহমান, পিতা মোঃ বজলুর রহমান, (২) কুলছুম বেগম, স্বামী মৃত ইউসুফ আলী, সাং চৌগুরী (পৌরসভা), থানা নাঙ্গলকোট, জেলা কুমিল্লাকে গ্রেফতার করা হয়। আসামিদ্বয় মৃত ইউসুফ আলীকে আবুধাবীস্থ আলাইন আবু সামরা এলাকায় জনাব সেব-বিন দরবেশের মাজরা/খেজুর বাগানের বাসায় ছুরি দিয়ে গলায় ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে আঘাতে খুন করে। পরবর্তীতে উক্ত বাসার ১৫/২০ গজ পশ্চিমে খেজুর বাগানের একটি গভীর কূপের মধ্যে উক্ত লাশ ফেলে দিয়ে উপরে ঢাকনা দিয়ে লাশ গোপন করে রাখে। আসামিদের এহেন কার্যক্রম পেনাল কোডের ৩০২/২০১/৩৪ ধারার অপরাধ।

২। বর্ণিত অবস্থায়, উল্লিখিত অপরাধ দেশের বাইরে অর্থাৎ আবুধাবীতে সংঘটিত হওয়ায় আসামি (১) মোঃ পারভেজ রহমান, পিতা বজলুল রহমান, (২) কুলছুম বেগম, স্বামী মৃত ইউসুফ আলী, সাং চৌগুরী (পৌরসভা), থানা নাঙ্গলকোট, জেলা কুমিল্লা আসামিদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৩০২/২০১/৩৪ ধারার অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ১৮৮ অনুযায়ী সরকারের পূর্বানুমোদন (sanction) এতদদ্বারা প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সচিবালয় শাখা

শোক প্রস্তাব

তারিখ, ৬ আগস্ট ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১২২.০০.১০৬.১২-২১৩—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, পরিচিতি নম্বর ১১২২০, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৬-০৬-২০১৪ তারিখ রোজ সোমবার বেলা ১১.৫০ টায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি.............রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি ০৫-০৬-১৯৭৪ তারিখে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন এবং ০১-১১-২০১২ তারিখে সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) পদে পদোন্নতি পান।

মরহুম মোঃ আনোয়ার হোসেন খান ০১-০১-১৯৫৬ তারিখে নোয়াখালি জেলার চাটখিল উপজেলার বদলকোট গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কর্মজীবনে একজন সৎ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান এবং সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে মরহুম মোঃ আনোয়ার হোসেন খান এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।